R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে—উল'ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কে'ট)
মার্বে'ল, গ্লেজড টালি, কাঁচ,
প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও
SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২রা পৌষ, বুধবার, ১৪০৯ সাল।
১৮ই ডিসেম্বর, ২০০২ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

ধুলিয়ান পুরপতির সব রকম অনৈতিক কাজে পরোক্ষভাবে মদত দিচ্ছে সিপিএম কাউন্সিলাররা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানে বর্তমানে কংগ্রেস পুরপতি পরিচালিত পুরবোর্ড থাকলেও নিদ'ল ও সিপিএম সমর্থ'নযুক্ত এই বোর্ডে'র কাজ কর্মে মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ ক্ষোভ ও হতাশা বাড়ছে। কোন কাজ নিয়ে পুরসভা গেলে অযথা দিনের পর দিন মানুষকে হয়রান হতে হচ্ছে। ওয়ার্ডগুলোতে রাস্তা সংস্কারের নামে অতি নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। অনেক জায়গায় ওয়ার্ক অর্ডার পেয়েও ঠিকাদাররা কাজ ফেলে রেখেছেন। এর জন্য পুরসভারও কোন তাগিদ নেই। এ বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ঠিকাদার জানান—'প্রতিযোগিতায় বর্ত্তমানে ৬১% ছাড় দিয়ে কাজ নিতে হচ্ছে। এর ওপর চেয়ারম্যান ও তাঁর পেটোয়া কাউন্সিলারদের খুশি করতে হয়, অফিস খরচও আছে। তাই একটা কাজ করে এখন খুব একটা লাভের মুখ দেখা যায় না'। এর পাশাপাশি পুর এলাকার রাস্তার অবস্থাও শোচনীয়। ড্রেনগুলোও নিয়মিত (শেষ পৃষ্ঠায়)

কৃষক সভার জন্য সম্মেলনের বাজেট দশ লক্ষ জনসমাগমের প্রতিশ্রুতি এক লক্ষের

নিজস্ব সংবাদদাতা : আগামী ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারী '০৩ পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার ৩২ তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রঘুনাথগঞ্জ শহরে। সম্মেলন চলবে রবীন্দ্রভবনে, প্রকাশ্য সমাবেশ ম্যাকেঞ্জী ময়দানে। এক সাক্ষাতকারে সম্মেলন কমিটির কোষাধ্যক্ষ স্থানীয় সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান, সম্মেলনের চার দিনে খরচ ধরা হয়েছে দশ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মূল্যের কুপন ছাপিয়ে স্থানীয় ও রাজ্য স্তরে অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। সমাবেশে এক লক্ষ লোক আনার প্রতিশ্রুতি দেন মৃগাঙ্কবাবু। অতিথি আসবে প্রায় ৭০০ জন। তাঁদের আপ্যায়ন ও রাত্রিবাসের জন্য থাকছে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের পুর লজ, পি ডব্লু ডির ডাকবাংলো, শহরের বেসরকারী লজগুলো ছাড়াও কিছু ব্যক্তিগত বাড়ী। সম্মেলনে যোগ দিতে আসছেন সিপিএমের প্রবীণ নেতা বিনয় কোঙার, (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভোটার তালিকায় নাম তোলা নিয়ে গণ্ডগোলে পঞ্চায়েত অফিসে ভাঙচুর, কর্মী লাঞ্ছিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ বর্তমানে চলছে। সেই অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বড়শিমুল অঞ্চলের ৪৫ নম্বর বুথে কান্টোডিয়ানের দায়িত্বে ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক মোসারফ হোসেন ও ডি, ও ছিলেন বড়শিমুল গ্রাম পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী উত্তম সিংহ রায়। ঘটনার দিন গত ৭ ডিসেম্বর ডি, ও এবং কান্টোডিয়ান বুথে উপস্থিত থাকাকালীন ঐ এলাকার মনিরুল ইসলাম জনৈক সেরাজুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে এসে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আট দশজনের ফরম জমা দেয়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশমতো ডি, ও শুনানীর দিন বয়স ও বাসস্থানের প্রমাণপত্রসহ আবেদনকারীদের পঞ্চায়েত অফিসে উপস্থিত থাকতে বলেন। এই নিয়ে মনিরুল ডি, ও এবং প্রশাসনকে জড়িয়ে নানা কটূক্তি শুরু করে। ডি, ও এর প্রতিবাদ করলে মনিরুল ডি, ওর কলার ধরে ধাক্কা দিয়ে চেয়ার থেকে ফেলে দেয়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

রেজাউল করিম জন্মশতবর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৫ ডিসেম্বর বহরমপুর ঋত্বিক সদনে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জেলার স্মরণীয় মনীষী রেজাউল করিমের জন্ম-শতবর্ষ পালিত হল। প্রেক্ষাগৃহ ছিল প্রায় পূর্ণ। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত হয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় পর্বে মূল বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ জহর সেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মের প্রতি রেজাউল করিমের শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার উল্লেখ করে বলেন, আজকের দিনে তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি আরও প্রাসঙ্গিক। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র রেজাউল করিমের সমগ্র রচনা এবং ভাষণ প্রকাশ করবার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে জানান। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ধুলিয়ানের ফায়ার ব্রিগেড আগুন নেভাতে ব্যর্থ হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ ধুলিয়ান পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে'র জৈন কলোনীতে বস্ত্র ব্যবসায়ী ধন্নালাল মোহনলাল জৈনের গোয়ালবাড়ী ও গরুর খাবারের ঘরে আগুন লেগে যায়। এর ফলে এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার লোকজন গরুগুলোকে বাঁচাতে পারলেও গরুর খাবার ও কাপড়ের গাঁটের বেশ কিছু চটের বান্ডিল সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। স্থানীয় দমকল বাহিনী তাদের একটি ইঞ্জিনে আগুন নেভাতে ব্যর্থ হয়। গোয়ালবাড়ীর পাশে কাপড়ের গোডাউন থাকায় ওখানকার সমস্ত মালপত্র বাইরে বার করে আনা হয়। ফরাক্কায় খবর দিলে সেখান থেকে দুটি ইঞ্জিন নিয়ে দ্রুত দমকল (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা পৌষ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন'

নবান্ন কথাটির অর্থ নব অন্ন। অর্থাৎ নূতন ধান্যের অন্ন গ্রহণের প্রথম পর্বের উৎসব। সে কারণে বাংলায় নবান্ন উৎসব রূপে পালিত হইয়া আসিতেছে প্রাচীনকাল হইতে। এই বাংলায় প্রাচীন যুগে অগ্রহায়ণ বৎসরের প্রথম মাস বলিয়া গণ্য হইত। বর্ষার মাস আষাঢ়-শ্রাবণে ধান্যের চাষ আরম্ভ হইয়া হেমন্তের শেষে অগ্রহায়ণে ধান্য চ্ছেদন শেষ হইত। ক্ষেত হইতে ভারে ভারে কর্ত্তিত ধান্য কৃষকের গৃহে আনিত হইত। শুধু ধান্যই নহে হেমন্তে ক্ষেতে ক্ষেতে তরিতরকারীর ফলন হইত। কপি, মূলা, বেগুন, শাকসব্জীতে ক্ষেতগুলি ঝলমল করিত, আজিও করে। বর্ষার জলভারে নদী পুষ্করিণী থইথই করিত, আজিও করে। মৎস্য সুপ্রাপ্য হয়। চাষীর মুখে হাসি ঝলমল করে। অর্থাৎ ঘরে ঘরে বিরাজ করে লক্ষ্মীরূপিণী খাদ্য শস্যের বিপুল সমারোহ। বৎসরের প্রথম মাসের সেই সম্ভারে গৃহস্থের গৃহে আনন্দের স্রোতধারা বহিয়া চলে। সেই কারণেই এই সময়ে গৃহস্থেরা করে লক্ষ্মী আরাধনা। হেমন্তের বাতাসে নূতন ধান্যের সুবাস। তাই কবিরাও গাহিয়াছেন—'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন/তোমার ভবনে ভবনে।' আত্মীয়-স্বজন লইয়া একত্রে উৎসবে মাতিয়া উঠিত কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ। আজিও সেই উৎসব ঘরে ঘরে। অবশ্য বর্তমানে খেটে খাওয়া শ্রমজীবীর সংখ্যাই বেশী। তথাপি পুরাতনের সেই আনন্দঘন দিবস ভুলিতে পারেন নাই কেহ। তাই নবান্ন উৎসবের চল আজিও এই দেশে বর্তমান। এই সময়ে বাজারে সাধারণভাবেই খাদ্যশস্য, শাকসব্জী ও মাছের মূল্য কম হয়। অন্ততঃপক্ষে বৎসরের এই একটি মাসেই দ্রব্য-মূল্য কম থাকে, তাই হয় উৎসবের সমারোহ। কিন্তু বর্তমানে দেশের সেই সুদিন আর নাই। অগ্রহায়ণেও বাজারে চাউলের মূল্য দশ হইতে পনর টাকা কেজি। বেগুন আট/দশ টাকা কেজি। আলু সাত/আট টাকা। শাকসব্জী পালং প্রভৃতি নিম্নবিত্তের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নাই। মাছের কথা তো স্বপ্ন। ছোট মাছও কম করিয়া পঞ্চাশ/ষাট টাকা। ডায়মন্ড হারবার বা পূর্ব বাংলার বরফ দিয়া আমদানীকৃত ইলিশ মৎস্যও আশি টাকা থেকে একশত কুড়ি টাকা। তবুও অতীত বিলাসী বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে নবান্ন উৎসবের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। নবান্নের দিবসগুলিতে আজিও বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে বিশ পঁচিশ রকম ভাজা, বাঁধাকপি-ফুলকপির তরকারী, পালং শাকের চচ্চড়ী, মাঝের ঝোল, মিষ্টি, সন্দেশ, পায়সান্ন দ্বারা আত্মীয় কুটুম্ব ভোজনের আয়োজন চলিতেছে, চলিবেও। এই দেখিয়া স্বভাবতই মনে জাগে কবির সেই বাক্য 'এত ভঙ্গ বঙ্গ ভূমি/তবু রঙ্গে ভরা।'

প্রজন্মের ব্যবধান

শীলভদ্র সান্যাল

এই তো সেদিনের কথা।

মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি পাড়ার মুদির দোকানে জিনিষ কিনতে গেছেন, দোকানের রকে ব'সে কুড়ি পঁচিশ বছরের পাঁচ সাত জন ছেলে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে, আড্ডার বিষয়, অপরের কেচ্ছা কাহিনীর বিষাক্ত উদ্গার, মুখের ভাষাও খুব যে একটা পরিশীলিত, এমন বলার জো নেই। ওদেরই মধ্যে একজন, দোকানির কাছ থেকে সিগ্রেট কিনে নির্বিকার চিত্তে তাতে অগ্নি সংযোগ ক'রে বাতাসে ধোঁয়ার রিং ছড়াতে ছড়াতে জনৈকের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, "যাই বলিস্ মাইরি হৃতিকটা আবার দুদ্দার করে উঠবে, দেখে নিস্ ওর ডানসে শরীরের মোচরগুলো দেখেছিস্? উরিস্ শাহ্! ছেলেরাই ঘায়েল হ'য়ে যাবে, তো মেয়েরা কোন্ ছার!" মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিটি, যিনি স্থানীয় একটি কলেজের অধ্যাপক—ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে তাঁর প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি কোনক্রমে সংগ্রহ করে পালাতে পারলে, যেন বাঁচেন। তাদের এই যে উন্নাসিকতা, পারিপার্শ্বিকতার প্রতি নির্মম ঔদাসীন্য, বয়স্কজনের প্রাপ্য সম্মান দানে উগ্র অনীহা, এ-বিষয়ে জ্ঞান দান করা যে কিরূপ মূর্খামি—তা একটা পাঁচ বছরের শিশুও বোঝে। তা হবে মৌচাকে ঢিল মারার সামিল! নিজের মান সম্মান নিয়ে মানে মানে কেটে পড় বাবা! কী দরকার পরের কাদা নিজের গায়ে ছিটিয়ে। অতএব স্পীকটি নট্। এইভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এখান-ওখান থেকে প্রতি মুহূর্তে বহু অবাঞ্ছিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নিত্য ধেয়ে আসছে আর আমরা তা নীরবে হজম করছি। প্রতি মুহূর্তে আপস করছি, পিছু হটছি, নিজের চারিদিকে অদৃশ্য দেওয়াল তুলে এক একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত বাস করছি। স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার পথে, জনৈক শিক্ষকের উদ্দেশে ছুটে এল তীক্ষ্ণ মন্তব্য, "অ্যাই প্যানা (প্রাণতোষ), তোর বউ শিগ্ গিরই বিধবা হবে রে, একটা এল, আই, সি করিয়ে রাখিস।" তাঁর অপরাধ পরীক্ষার হলে ছাত্রদের টুকতে দেননি। এমন কি, টুকতে বাধা দেওয়ার জন্য ছুরিকাহত হয়ে মারা গেছেন, এমন ঘটনাও বিরল নয়। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ, আমি এখানে শুধু শিষ্টাচার ও ভদ্রতাবোধের কথা টুকুই বলতে চাচ্ছি। সমাজের দ্রুত পট বদলের সঙ্গে সঙ্গে এ-সব কি আজ লুপ্ত হবার পথের? অথচ আজ থেকে তিরিশ বছর, কুড়ি বছর, এমন কি দশ বছর আগেও সমাজের চেহারাটা এরকম ছিলনা। পথচলতি ভিড়াক্রান্ত বাসে কোন অশক্ত বৃদ্ধ অথবা ক্রন্দনরত শিশু কোলে বিপন্ন মহিলাকে দেখে সমর্থ যুবককে অবলীলায় জায়গা ছেড়ে দিতে দেখেছি, দূরে কোন পরিচিত বয়স্ককে আসতে দেখে গলির মোড়ে জটলা করা ছেলে ছোকরাদের গলার স্বর ক্রমশই নিচুখাদে নেমে এসেছে, আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট থাকলে তা হাতের তালুর নিরাপদ আড়াল খুঁজেছে! এখন এ-সব কিছুর কোন বালাই নেই। যৌবনের সর্বগ্রাসী মত্ত অহমিকায় আজকের বিভ্রান্ত তরুণদল আচ্ছন্ন! তারই উগ্র প্রকাশ ঘটিয়ে বুঝি এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করে তারা! যেন অপরকে অসম্মান করাটাই এক মস্ত বড় বাহাদুরি। আমরা বুদ্ধিমানের মত এদের সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে যাই আর নিজের চারিদিকে গড়ে তোলা একটা ছোট্ট পৃথিবীতে স্বেচ্ছাবন্দী হ'য়ে পড়ি। প্রথম প্রথম জ্বালা ধরে বটে, তারপর অভ্যস্ত হ'তে হতে সেই জ্বালার তীক্ষ্ণতাও ক্রমে ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসে! মনকে প্রবোধ দেই, এটাই চল্, এটাই রীতি! মেনে নাও, সহ্য করো! টিঁকে থাকার আদিম রণনীতি হল অ্যাডজাস্টমেন্ট। আমরা সেই নীতিই অনুসরণ করে চলেছি। প্রতিদিনই অভব্যতা ও শিষ্টাচারহীনতার দৃশ্যগুলি দেখেও না দেখার ভান করি কিংবা এক আশ্চর্য সহনশীলতার বিবরে নিজেদের গুটিয়ে রাখি। ব্যতিক্রম যে একেবারে ঘটেনা, এমন নয়, কিন্তু প্রতিবাদ করলেই অশালীন কটু মন্তব্য, লাঞ্ছনা, এমনকি প্রহার পর্যন্ত। এ-সব আমরা হামেশাই খবরের কাগজে দেখতে পাই। প্রজন্মের বিপুল ব্যবধান ঘটে গেছে, সামাজিক জীবনের ব্যবহারে, রুচিতে, সংস্কৃতিতে। কিন্তু এ-সব নিয়ে আমরা কি কিছু ভাবি? মুখ ফুটে কিছু বলি? অজস্র চোরাপথে তারুণ্যের এহেন অপব্যয় আমাদের চেতনায় কোন আঘাত করে? হয়তো করে, হয়তো করেনা, কিন্তু এটা দিনের আলোর মত সত্য, আমরা যারা বিগত প্রজন্মের, একটা নির্দিষ্ট ধ্যান ধারণার পরিকাঠামোয় অভ্যস্ত, তারা কোথাও না কোথাও, কোন না কোন ভাবে (৩য় পৃষ্ঠায়)

ব্রিগেডের সমাবেশ ও পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূলের কর্মীসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আগামী ৬ জানুয়ারী কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের জন সমাবেশকে সফল করতে ও আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে গত ১৫ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ মাড়োয়ারী ধর্মশালায় দলের স্থানীয় নেতৃত্ব এক কর্মী সভা করে। কর্মীসভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পংকজ ব্যানার্জী। তিনি ঐ দিন রঘুনাথগঞ্জ ছাড়াও ভগবানগোলা ও লালগোলায়ও দুটি কর্মীসভা করেন বলে জানা যায়। পংকজবাবু ছাড়াও কর্মীসভাগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশীষ চক্রবর্তী, দলের জেলা সভাপতি অশোক দাস, জেলার যুব দলের সভাপতি শুভাশীষ রায় ছাড়াও সাগির হোসেন, মহফুজ আলম, নির্মল দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। রঘুনাথগঞ্জের কর্মীসভা প্রস্তুতি ও অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি সেখ ফুরকান জানান ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করা ছাড়াও আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় সংগঠনকে জঙ্গিপুর মহকুমায় মজবুত করার জন্য প্রত্যেক বক্তাই কর্মীদের সংঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। কর্মীসভায় বিজেপির স্থানীয় নেতৃবৃন্দদের উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয়।

চাঁই সমাজের সভায় হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৮ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সেকেন্দ্রা অঞ্চলের লালখাঁড়িদিয়াড়ে পঃ বঃ চাঁই সমাজের আঞ্চলিক সভা হচ্ছিল। আগামী ২৭ ডিসেম্বর বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী; রাজ্যসভার সদস্য প্রণব মুখার্জী; সাংসদ গনিখান চৌধুরী; সাংসদ প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী প্রমুখদের পঃ বঃ চাঁই সমাজের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বক্তব্য রাখছিলেন চাঁই সমাজের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। সেই সময় জনৈক সমাজবিরোধী কৃষ্ণ মন্ডল লালখাঁরিদিয়াড়ের বিফল মন্ডলকে মারধোর করে। বিফলের অপরাধ তিনি চাঁই সমাজের সভায় গিয়েছিলেন। সভা শেষে চাঁই সমাজের নেতা ডাঃ ভরত মন্ডল, সুরেশ চৌধুরী প্রমুখ কৃষ্ণ মন্ডলের নামে থানায় এফ আই জারী করেন।

ব্যাঙ্ক কর্মীদের জোনাল সম্মেলনে বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়ণ নীতির তীব্র সমালোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৪ ডিসেম্বর ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির সম্মেলন রঘুনাথগঞ্জ ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে হয়ে গেল। সম্মেলনে এলাকার সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা ছাড়াও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় জীবনের এক ঘোরতর সংকটময় পরিস্থিতিতে এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার উল্লেখ করেন বক্তারা। মূলতঃ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করে বক্তারা বলেন, কেন্দ্র রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বেসরকারী-করণের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের নীতির উপর জোর দিয়ে দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদকে ধ্বংস করতে এগিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে আগামী ৪-৮ জানুয়ারী কলকাতায় বেফি-র সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দেবার আহ্বান জানান জেলা সম্পাদক প্রফুল্ল মুখার্জীসহ প্রত্যেকেই। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন রঘুনাথগঞ্জ ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের কর্মী ইন্দ্রনারায়ণ ব্যানার্জী।

প্রজন্মের ব্যবধান (২য় পৃষ্ঠার পর)

এই সব অশিষ্টাচারের শিকার হচ্ছি। সেদিন স্টেশনের প্লাটফর্মে এক নব্য যুবা, হঠাৎ ধূমপানের নেশা প্রবল হয়ে ওঠায় এক সত্তরোত্তীর্ণ বৃদ্ধকে লক্ষ্য ক'রে বলল 'দাদু, ম্যাচেস্ হবে?' ঊর্ধ্ব-ভুরু দাদু তো প্রথমে কিঞ্চিৎ হতবাক, পরে ঝাঁঝাল গলায় জবাব দিলেন, 'হবে, কিন্তু তোমাকে দেবনা?' 'কেন, দাদু?' 'সিগারেট রাখ, দেশলাই রাখতে পার না?' দাদুর হাজির জবাব। নব্যযুবাটি সরে গেল, আর পাশ থেকে বন্ধু মন্তব্য করল, 'গুরু, দাদুকে একটা সিগারেট অফার করলেই পারতিস, তাহলেই ম্যাচেস্টা ক্যাচেস্ হ'য়ে যেত!' তারপরেই হয়তো, এক সুবেশা তরুণীকে, বান্ধবী নিশ্চয়ই, সে পথে আসতে দেখে যুবকটি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'হাই চুমকি! তোকে যে আজ দেখাচ্ছেনা! জাস্ট-লাইক আ ড্রিমগার্ল।' চুমকি সারা তনুবল্লরীতে যৌবনের হিল্লোল তুলে বলল, 'ইউ-সো নটি! হেল অব-ইউ!' পথে ঘাটে এ-সব দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে আমাদের! এক নিরুপায় নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে এক বিপন্ন বিস্ময়কে রক্তের ভিতরে লালন ক'রে চলি। সময়ের পালা বদলের সাথে সাথে প্রজন্মের ব্যবধান ক্রমশই বাড়ে। একদল যৌবন জল তরঙ্গে ভেসে যায় ক্ষণিকের উন্নাসিক মোহে, আর এক দল, যারা গত প্রজন্মের, কিংবা তারও আগের তারা বিচ্ছিন্ন ভূগোলে স্বেচ্ছা-নির্বাসন-দন্ড নিয়ে আয়ুক্ষয় করেন আধুনিক যুগের এক বিমূঢ় কবির উক্তির সত্যতা তাদের জীবনে মর্মে মর্মে উপলব্ধ হয়, 'অদ্ভুত আঁধার এক নামিয়াছে পৃথিবীতে আজ!'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

বাসুদেবপুর ★ মুর্শিদাবাদ

স্মারকসংখ্যা-২৭১/আই,সি,ডি,এস/সামসেরগঞ্জ/মুর্শিঃ/তাং-৯/১২/০২

বিজ্ঞপ্তি

সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অন্তর্গত শিশুখাদ্য সরবরাহকারী এবং শিশুখাদ্য পরিবহনকারীসহ ভান্ডার রক্ষক নিয়োগের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ আগামী ০৯/০১/২০০৩। দরপত্র সম্বলিত কাগজপত্র নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস থেকে সরবরাহ করা হবে ১৭/১২/২০০২ তারিখ থেকে ০৮/০১/২০০৩ তারিখ পর্যন্ত (ছুটির দিন ব্যতীত)। বিশদ বিবরণের জন্য উপরোক্ত ঐ দিনগুলির মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

৯/১২/০২

বিপ্লব কুমার বিশ্বাস
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
বাসুদেবপুর, মুর্শিদাবাদ

Memo No. 269 ICDS/SSJ Date—9/12/02

সাগরদীঘিতে ব্যবসায়ী সমিতির ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে গত ১২ ডিসেম্বর স্থানীয় বিডিওকে ১২ দফা দাবী সম্বলিত এক স্মারকলিপি দেয়া হয়। উল্লেখযোগ্য দাবীগুলোর মধ্যে ছিল —১) সুপার মার্কেটের সঙ্গে এখানে একটি কলেজ স্থাপন। ২) সাগরদীঘির রাস্তায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবস্থা। ৩) তরকারি বাজারের রাস্তাটি রেল প্লাটফরম পর্যন্ত সম্প্রসারণ, সাগর দীঘিকে সংস্কার করে পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলা। ৪) চন্দনবাটী হতে গরুর হাটের পাশ দিয়ে পোপাড়া পর্যন্ত বাইপাশ রাস্তা করতে হবে। ৫) সাগরদীঘি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধিক ছাত্রের চাপ পড়ায় আলাদা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় করতে হবে। ৬) উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত করতে হবে ইত্যাদি।

জনসমাগমের প্রতিশ্রুতি এক লক্ষের (১ম পৃষ্ঠার পর)

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র, ভূমি প্রতি সংস্কার মন্ত্রী রাজ্জাক মোল্লা, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু, বামফ্রন্টের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, মন্ত্রী দীনেশ ভাকুয়াসহ রাজ্য মন্ত্রীসভার প্রায় অর্ধেক মন্ত্রী। বিশিষ্টদের মধ্যে থাকছেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য এম, ভরদ্বাজন। এছাড়া থাকছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তবে সিপিএমের সর্বভারতীয় নেতা সীতারাম ইয়েচুরি বা হরকিষেণ সিং সুরজিৎরা কেউই আসছেন না। শেষ খবরে জানা যায়, এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সিপিএম প্রভাবিত পঞ্চায়েত এলাকার গ্রামের ঘরে ঘরে দৈনন্দিন এক মুঠো চাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পার্টি থেকে সম্মেলনের ছাপানো ব্যাগ দেয়া হয়েছে।

আগুন নেভাতে ব্যর্থ হলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাহিনীর লোকজন ছুটে আসেন। তিন ঘন্টা লড়াই করে আগুন আয়ত্বে আসে। ধুলিয়ান ফায়ার ব্রিগেডে দুটো ইঞ্জিন থাকলে ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা কম হতো বলে স্থানীয় মানুষ মনে করেন। আগুন লাগার কারণ উদ্ধার হয়নি।

পঞ্চায়েত অফিসে ভাঙচুর, কর্মী লাঞ্ছিত (১ম পৃষ্ঠার পর)

সেরাজুল টেবিলের ফোনটা আছার দিয়ে ভেঙে দেয়। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বিডিও সেই দিনই ডি, ও উত্তম সিংহ রায়কে নিয়ে গিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। এখনও কেউ ধরা পড়েনি। পরের দিন ৮ ডিসেম্বর স্পেশাল ক্যাম্পেন ডেটে বিডিও স্বয়ং ডি, ওকে নিয়ে বড়শিমুল ৪৫ নং বুথে যান। জানা যায়, এই মনিরুল ইসলাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলের সাথে যুক্ত থাকে আর সেরাজুল ইসলাম বাহুরা দু' নম্বর ঘাটের সাথে যুক্ত। আরো জানা যায়, স্থানীয় সিপিএম থেকে বিডিওকে ঘটনাটা মিটমাট করে নিতে বলা হয়েছে, অন্যদিকে ষ্টাফের এই অপমান হজম করতে নাকি নারাজ বিডিও।

মদত দিচ্ছে সিপিএম কাউন্সিলাররা (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিষ্কার হয় না। এত সবের পরেও গত ২৪ নভেম্বর থেকে হঠাৎ করে পি ডবলিউ ডির এক্তিয়ারভুক্ত রাস্তার উপর পুরসভা টোল ট্যাক্স আদায় করতে শুরু করেছে। পুর শহরে প্রবেশ করতে গেলে বড় গাড়ী পিছু ২০ টাকা ও ছোট গাড়ীর ক্ষেত্রে ১০ টাকা আদায় করা হচ্ছে। এর জন্য ন'জন কর্মীও নিয়োগ করা হয়েছে। এই কর্মী নিয়োগ নিয়েও নানা কানাঘুষা চলছে। বর্তমান পুরপতি সওদাগর আলি কয়েকজন নির্দল কাউন্সিলারকে নিয়ে একের পর এক অনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে গেলেও সিপিএমের কাউন্সিলাররা অদ্ভুতভাবে চুপ থেকে পরোক্ষভাবে এ সব সমর্থন করে চলেছে।

।। জায়গা বিক্রী ।।

১) উমরপুর-মুরারই রাস্তার পিচরোড লাগোয়া ৫½ শতক ফাঁকা জমি। ২) বাণীপুরে মোড়াম রাস্তা লাগোয়া গ্রামের মধ্যে ৮ শতক ফাঁকা জমি। ৩) গোপালনগরে (গারোলীপাড়া) পিচ রাস্তার ধারে ৭ শতক ফাঁকা জমি বিক্রী আছে। যোগাযোগ—

রাজারাম মুদ্রা

জঙ্গিপুর সাহেববাজার ঃঃ ফোন—২৬৪২২১

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই করা রচনা থেকে সংকলিত

সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খন্ড)

দাম ঃ প্রতি খন্ড ১০০·০০, দুই খন্ড একত্রে ১৪০·০০ (ডাক খরচ পৃথক) প্রাপ্তিস্থান ঃ দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (৭৪২২২৫) ফোন ঃ এস টি ডি ০৩৪৮৩/২৬৬২২৮ (প্রেস) ২৬৭২২৮ (বাড়ী)

স্থানাভাবে এ সপ্তাহে ধারাবাহিক রচনা 'নলিনীকান্ত সরকার ও তাঁর কাঞ্চনতলার কাপ' প্রকাশ করা গেল না। —প্রকাশক

একটি আবেদন

২০০২ সাল জঙ্গীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২৫তম বর্ষ। এই বর্ষটিকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপনের জন্য আগামী ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর এই পাঁচদিন ব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ২৫শে ডিসেম্বর বেলা ১ ঘটিকায় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন কর্মসূচী নির্ধারিত হয়েছে। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। সকলের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা ছাড়া এই অনুষ্ঠান কখনই সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না। এর জন্য যেমন বিপুল কর্মপ্রয়াসের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন বিপুল অর্থের। এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার জন্য আপনাদের সকলের সান্তর সহানুভূতি এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

বিনীত—

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি

মহঃ ফরহাদ আলি
ও
কেতকীকুমার পাল
যুগ্ম-সম্পাদক

জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ১২৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি
(০৯-১১-২০০২)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।